আযান দ্বারা কবরে তালকিন
এবং
কতিপয় জরুরী মাছায়েল

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রাথী
Mobile : 01745-335634

প্রণীত.ঃ
মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল্ ক্বাদেরী
রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশ্রী
পোঃ রেজভীয়া এতিমখানা
জিলাঃ নেত্রকোণা

আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ
আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া হাবীবআল্লাহ
আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া শাফি' য়িল মুজনেবীন
আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতুল্লিল আ' লামীন।

প্রকাশকের কথা

ইসলামের পোষাক পরিধান করে ঈমানের শত্রুরা যখন সর্বত্র বিরাজ করছে, মূর্খ্য বোকা পণ্ডিত মৌলুভীরা যখন তাদের অজ্ঞতা, অবহেলা, ঘোঁড়ামী-ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সুন্নতকে জিন্দা দাফন করে চলছে, এমনি সময়ে নিজের জীবনকে বাজী রেখে সত্য প্রকাশের কাজে এগিয়ে এসে এ অকুতভয় স্বনামধন্য বীর মুজাহীদ অনেক অত্যাচার-অবিচার-নির্যাতন-আরাম-আয়েশকে উপেক্ষা করে নির্ভয়ে বজ্রকণ্ঠে সত্য প্রকাশ করছেন বর্তমান জামানার মুজাদ্দেদ অলিয়েকুল শিরমণি হজরাতুল আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল কাদেরী সাহেব। তিনি কোরআন সুন্নার আলোকে প্রমাণ করেন নবী সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে বর্তমান বিশ্বে নবী সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামর উম্মতগণ ৭৩ দলে বিভক্ত। একমাত্র দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াত ব্যতীত বাকী ৭২ দল নামাজ রোজা হজ্ব যাকাতসহ সকল আমলে পরিপূর্ণ থাকার পরও জাহান্নামী বিধায় ৭২ দল থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে বেঁচে থাকাই সত্যিকার ঈমানদারের কাজ।

সাধারণ মানুষ নামাজ রোজা হজ্ব যাকাতকে ঈমানের মূল হিসেবে মনে করে। মূলতঃ নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আমল, ঈমান নয়, ঈমানের অংশও নয় বরং ঈমানের অলংকার। ঈমান হচ্ছে 'রাসুলের প্রেম'। ঈমান বিহীন আমল জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের কাষ্ঠ (কোরআন)। রাসুলের সুন্নতকে জিন্দা দাফন, রাসুলের কর্ম, সাহাবা (রাঃ) গণের কর্মকে পরিত্যাগ করে/অস্বীকার করে কোরআন-সুন্নার চাইতে মানুষের প্রণীত মতকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষের সৃষ্ট কর্মকে গ্রহণ করে কেউ যদি নবী প্রেমিক সাজে তা লোক দেখানো প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহকে খুশী করার জন্য চাই রাসুল সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে খুশী করা। রাসুল সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে আল্লাহকে পাওয়ার সাধ্য, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সাধ্য কারো নেই, যত প্রকার এবাদত বন্দেগীই করুক না কেন। সেখানে নবীজীর সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কর্মের বিরোধিতা করা, নবীজীর সুন্নতের বিরোধিতা করা স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা একই কথা।

বিদায় হজ্বের দিনে রাসুলে মকবুল সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন — 'তোমরা যদি কোরআন-সুন্নাহকে আকড়িয়ে ধরো তাহলে বিপদগামী হবে না।' মুফতিয়ে আযম আল্লামা রেজভী সাহেব হুজুর কেবলা কোরআন-হাদীসের আলোকে প্রমাণ করেন বাইতে রাসুল সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হক্ব, শুক্রবারে খোতবা পাঠের পূর্বে প্রদত্ত আযান মসজিদের বাহিরে দরজায় হবে, মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর কবরের পাশে আযান,

বিবাহের সময় হালাল গান-বাদ্য, মসজিদে বিবাহ এবং দাঁড়িয়ে খোতবা পাঠ ইত্যাদি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কর্ম, সাহাবা(রাঃ) গণের কর্ম — সুন্নত, যা আমাদের পালন করা অবশ্যই কর্তব্য। কিতাবখানা পাঠে বিস্তারিত জানা যাবে।

অথচ স্বল্প শিক্ষিত-ভণ্ড মৌলভীরা তাঁর এ সত্য প্রকাশকে সহজে মেনে নিতে পারছে না। তাঁকে সহায়তার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে আঘাত হানা, বাকরুদ্ধ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অর্ধশিক্ষিত পঙ্গু বিবেক সম্পন্ন মৌলভী এবং তাদের দোসর প্রতারক মাতাব্বর সম্প্রদায় যারা এ ধরনের ভাল কর্মকে নিরুৎসাহিত এবং বাঁধা দিচ্ছে তাদেরকে বাঁধা দেয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে নির্লজ্জ বোকার মত উত্তর দেয় বাপ-দাদারা করেন নাই এজন্য তারাও এ সকল সুন্নতের উপর আমল করতে নারাজ। উত্তর শুনে মনে হয় তাদের বাপ-দাদারা ছিল ইসলামী শিক্ষায় মহাপণ্ডিত অথবা এরা যা করেছে ইসলাম এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল অথবা এরা যা জেনেছে এটুকুই জানতে হবে এর বেশি জানা অন্যায়, করা অন্যায়।

কোরআন ও হাদিসের গবেষণায় যে সত্য বেরিয়ে আসবে বিনা দ্বিধায় মনে প্রাণে গ্রহণ করাই হল মুমিন বান্দাহর কাজ। আর বাপ-দাদারা করেন নাই তাই আমরাও সত্যকে গ্রহণ করব না একথা আবু জাহেল ও আবু লাহাবের কথা এবং কর্ম। কেননা আবু জাহেল আর আবু লাহাবরাই বলে বেড়াত মুহাম্মদ সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নতুন ধর্ম প্রচার করছে যা তাদের বাপ-দাদারা করেন নাই। অন্যদিকে মেরাজের ঘটনা যখন খুলে বললেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) সাথে সাথেই তা বিশ্বাস করলেন যে ইহা নিঃসন্দেহে সত্য ঘটনা। অত্যান্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমরা নিজেদের মুসলমান দাবী করছি অথচ কথা বলছি আবু জাহেল আবু লাহাবের মত, হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মত নহে, হযরত ওসমান (রাঃ) মত নহে, হযরত ওমর (রাঃ) মত নহে, হযরত আলী (রাঃ) মত নহে।

জেনে রাখা দরকার কোরআন-হাদিসের নির্দেশিত মত ও পথ আল্লাহ রাসুলের মত ও পথ। কোরআন হাদিসের মত ও পথের সামনে বাপ দাদার প্রচলিত নিয়ম প্রথা গ্রহণ যোগ্যতো নয়ই, প্রাধান্য দেয়ার অর্থই হল কোরআন হাদিসকে অমান্য ও অবহেলার শামিল — যা কুফুরী। এদের ৭২ দলভূক্ত জাহান্নামী মুসলমান বলা যেতে পারে কিন্তু মুমিন মুসলমান বলা মারাত্মক অন্যায় যা মার্জনীয় নয়। নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর কাজ সাহাবা (রাঃ) গণের কর্ম কোরআন হাদিসের উপর আমল না করে কারো বানানো মনগড়া মত ও পথের উপর আমল করে নিজেকে নবীজীর উম্মত দাবি বড়ই হাস্যকর। যাদের আল্লাহ ক্ষমা করতে পারে না।

বিগত ২১শে জুন '৯৩ সোমবার রাত ৯.০০ ঘটিকায় আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বাজান জনাব আব্দুল বারিক ভূইয়া ইন্তেকালের পর স্থানীয় বোকা পণ্ডিতরা নবী সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণে বাঁধা এবং চাপ সৃষ্টি করে। এখানেই তাদের শেষ নয় পরবর্তীতে স্থানীয় মুন্সি-মৌলভীরা কতিপয় বিপদগ্রস্থদের নিয়ে আমার এবং নবী সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেমিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং রয়েছে। যা সম্পূর্ণ অমানবিক। এ অবস্থার মোকাবেলার জন্য হুজুর কেবলার সাহায্য প্রার্থনা করিলে কিতাব রচনা করে আমাকে প্রকাশ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এতে যতটা আনন্দ অনুভব করেছি প্রার্থীব কোন সম্পদ তার তুলনা হতে পারে না। এজন্য কোটি কোটি শোকরিয়া এবং

সালাম জানাই দোজাহানের বাদশাহ, সর্বত্র হাজের ও নাজের, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, মরণে, কবরে, হাশরে, ফুলছেরাত, মিজানে, শাফায়াতকারী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহর কাছে। স্বল্প শিক্ষিত মৌলভীরা তাদের অজ্ঞতার অবহেলার কারণে অনেক সুন্নত জিন্দা দাফন হয়েছে। নবী সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আমার একটি ছুন্নতকে জিন্দা করবে সে ১০০ শহীদের সোয়াব পাইবে। যে রাসুলের সুন্নতকে ভালবাসবে সে নবী সল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার সাথে বেহেস্তে বসবাস করিবে। তাই চলুন আমরা ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সকল প্রকার কুসংস্কারকে ছিন্ন করে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার সুন্নতকে জিন্দা করে নবী প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করি এবং সাধারণ মোমিন মুসলমানদের সোয়াব থেকে বঞ্চিত না করি। কিতাবটি মনোযোগ সহকারে পাঠের পাশাপাশি রেজভী সাহেব হুজুর কেবলার দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং মরহুম আব্বাজানের রুহের মাগফেরাত ও সকল ঈমানদার মুসলমানের শান্তি প্রগতি ও সঠিকপথে চলার তৌফিক কামনা করে শেষ করছি। আমিন।

তারিখঃ
১২ই রবিউল আউয়াল ১৪১৪ হিঃ
মোতাবেক ৩১শে আগস্ট '৯৩ইং
মঙ্গলবার

মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভূইয়া
কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী সদস্য
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত
ঢাকা।
উপদেষ্টা, রেজভীয়া দরবার কমিটি
চান্দিনা থানা শাখা,
কুমিল্লা।
(গ্রামঃ মধ্যমতলা, পোঃ চান্দিনা)

نحمده ونصلى على رسوله الكريم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

কবরের পার্শ্বে দাফনের পর আযান দেওয়া জায়েজ। ছহি হাদিসসমূহ এবং ফকীহ্গণের ফেকার কিতাবসমূহ দ্বারা প্রমাণিত রহিয়াছে। যথা ঃ মেশকাত শরীফ

لقنوا موتكم لا اله الا الله

অর্থাৎঃ হে আমার উম্মত তোমাদের মৃত ব্যক্তিগণকে শিক্ষা দাও লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

দুনিয়ার জিন্দেগী শেষ হইবার পর মানুষের জন্যে দুইটি অতি ভয়াবহ সময় রহিয়াছে — (এক) মউতের সময়, (দুই) দাফনের পর কবরে ফেরেশ্তাদের প্রশ্নসমূহের জওয়াব দিবার সময়। মউতের সংকটকালে যদি ঈমানের সহিত জান বাহির না হয়, তবে সারা জীবনের উপার্জিত সম্পদ সমস্ত বরবাদ হইয়া গেল। আর যদি কবরের পরীক্ষায় পাশ করিতে না পারে তবেও পরকালের জিন্দেগী সম্পূর্ণই বরবাদ হইয়া গেল। ইহকালে বা দুনিয়ায় যদি এক বৎসর পরীক্ষায় ফেইল করে বা অকৃতকার্য্য হয়, তবে পরবর্তী বৎসর পাশের আশা থাকে; কিন্তু কবরদেশে এই নিয়ম চলে না। এইজন্যে, জীবিত লোকদের জন্যে অবশ্য করণীয় যে, এ উভয় সময় মরণকালে নিজ নিজ মৃতব্যক্তিগণকে সাহায্য করা। মরণকালে কালেমা শরীফ পাঠ করিয়া শ্রবণ করান। আর দাফনের পর কবরে কালেমা শরীফ পাঠ করতঃ তাল্কিন করা। যাহাতে, দুনিয়ার জিন্দেগীর অবসানকালে 'খাতেমা বিল খায়ের' নসীব হয় — কালেমা শরীফ পাঠকরতঃ ঈমানের সহিত মৃত্যু হয়। আবার কবরে মুন্কার নকীর ফেরেশতার সওয়ালের সঠিক জওয়াব দিয়া পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে। এইজন্যে উক্ত হাদিসের দুইটি অর্থ হইতে পারে। যথাঃ (১) যখন মরণের অবস্থা ধারণ করে তখন তাহাকে কালেমা শরীফ শিক্ষা দাও। অর্থাৎ, মুমূর্ষ ব্যক্তির কানের নিকট অতিশয় নম্র ও সুমিষ্ট আওয়াজে কালেমা শরীফ পাঠ করিয়া শুনাইও। (২) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিবার পর তাহাকে কালেমা শরীফ পাঠ করিয়া শুনাও। প্রথম অর্থটি মিজাজী বা সাধারণ অর্থে এবং দ্বিতীয় অর্থটি হাকিক্কী বা বিশেষ অর্থে প্রযোজ্য। তবে, জরুরী কারণ ব্যতীত 'মিজাজী' অর্থ গ্রহণ করা উচিত নহে। সুতরাং হাদীস শরীফের এই অর্থ হইবে যে, 'তোমাদের মৃত ব্যক্তিগণকে কালেমা শরীফ শিক্ষা দাও।' আর এই সময়টি হইতেছে — মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করিবার পর। এই মর্মে, জগদ্বিখ্যাত 'শামী' নামক কিতাবে নিম্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে —

اما عند اهل السنة فالحديث اى لقنوا موتكم محمول
على حقيقة وقد روى عنه عليه السلام انه امر بالتلقين
بعد الدفن فيقول يا فلان ابن فلان اذكر دينك الذى
كنت عليها-

অর্থাৎ, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট উক্ত হাদিস শরীফের হাকিক্বী অর্থই গৃহীত হয়। আর, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের তরফ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করিবার পর 'তাল্‌কিন' করিবার হুকুম করিয়াছেন। কাজেই, কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বল — 'হে অমুকের পুত্র অমুক, 'তুমি ঐ ধর্মকে স্মরণ কর, যে ধর্মে তুমি ছিলে।' (শামী–২য় খণ্ড)।

'শামী' কিতাবের ঐ অধ্যায়ে আরও বর্ণিত আছে —

وانما لاينهى عن التلقين بعد الدفن لانه لاضـــرر فيه بل فيه نفع فان الميت يستأس بالذكر على ما ورد فى الاثار .

অর্থাৎ, দাফনের পর মৃতব্যক্তিকে তাল্‌কিন করিতে নিষেধ করা যায় না। ইহাতে কোনও অপকার নাই, বরং ইহাতে রহিয়াছে উপকারের উপর উপকার। কেননা, মৃত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জিকিরে শান্তি পায়। যেরূপ হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

যাহা হউক, উক্ত হাদিস শরীফ এবং ঐ এবারত সমূহের দ্বারা জানা গেল যে, দাফনের পর মৃত ব্যক্তিকে কালেমা শরীফের 'তালকিন' করা জায়েজ বরং সুন্নত। আজানের মধ্যে পূর্ণ তালকিন রহিয়াছে। কেননা, মুনকার–নকীর ফেরেশতাদ্বয় মৃত ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। যথাঃ (১) তোমার রব্ কে? (২) তোমার ধর্ম কি? এবং (৩) এই শাহেনশাহে দো–আলম মোহাম্মদ মোস্তফা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের সম্পর্কে তুমি কি বলিতে? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইল —

اشهد ان لا اله الا اللّٰه .

আশ্‌হাদু আল্ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হইল —

حى على الصلوة .

হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ্ — অর্থাৎ আমার ধর্ম উহাই, যাহাতে ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ নহে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হইল —

اشهد ان محمدا رسول اللّٰه .

দুর্রে মোখতার নামক কিতাবের প্রথম খণ্ডে আযানের অধ্যায়ে বর্ণিত আছে — কতিপয় জায়গায় আযান দেওয়া সুন্নত। যথা — ১নং পাঞ্জেগানা নামাজের জন্যে, ২নং সন্তান জন্ম হইলে তার কর্ণে, ৩নং কোন স্থানে অগ্নি লাগার সময়, ৪নং যখন যুদ্ধ শুরু হয়, ৫নং মুছাফিরের পেছনে, ৬নং জ্বিন জাতির আছর হইলে, ৭নং কাহারও ভয়ানক রাগ বা গোশ্বা হইলে, ৮নং মুছাফীর রাস্তা ভুলিয়া গেলে, ৯নং মৃগী রোগীর উপর; এবং ১০নং কবরের পার্শ্বে।

'শামী' কিতাবে ঐ জায়গায় লিখিত আছে যে

قد يسن الاذان بغير الصلوة الى اخير .

পাঞ্জেগানা নামাজ বা ৫ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত ও কতক স্থানে আযান দেওয়া সুন্নত। যথা — ১নং সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে, ২নং চিন্তাযুক্ত মানুষের জন্যে, ৩নং মৃগী রোগীর জন্যে, ৪নং যাহার রাগ বা গোশ্বা অত্যন্ত বেশি তাহার কর্ণে, ৫নং মানুষ এবং জানোয়ারের স্বভাব যদি মন্দ হয় তাহার সামনে, ৬নং যোদ্ধাগণ যখন যুদ্ধে রওনা হন তখন, ৭নং যখন বাড়িঘরে আগুন লাগে এবং ৮নং মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখিবার পর। কিন্তু আযানকে ইব্নে হাজার (রাঃ) সুন্নত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তবে তিনি মোস্তাহাব বলিয়া মানিতে কখনো অস্বীকার করেন নাই।

মেশকাত শরীফ বাব ফজলুল্ আযানে রহিয়াছে যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন — তোমরা বিলালের আযান শুনিয়া ছেহেরী খাওয়া বন্ধ করিও না; সে তো মানুষকে জাগাইবার জন্যে আজান দেয়। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, হুজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের জমানায় ছেহেরীর ওয়াক্তে হযরত বিলাল(রাঃ) আযান দিতেন। কাজেই, ঘুমন্ত মানুষকে জাগাইবার উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া সুন্নত প্রমাণিত হইল। বর্তমানে এ আযানটি দিতে মাইক ব্যবহার করা যাইতে পারে, জায়েজ হইবে। ইহা আমার কিয়াস — কাহারও মানা বা না-মানা তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। তবে, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে হয় যে, মাইকযোগে নামাজ ও অন্যান্য এবাদত বিশুদ্ধ নহে; শরীয়তের বিধান মোতাবেকই নাজায়েজ।

আযানের ৭টি ফায়দা বা উপকারিতা রহিয়াছে যাহা হাদিস শরীফ ও ফেকার কিতাবসমূহের দ্বারা প্রমাণিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত উপকারিতার বিবরণ নিম্নে উল্লেখিত হইল। ইহাতে অবশ্যই অবগত হওয়া যাইবে যে, মৃত ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে আযান দিলে মৃত ব্যক্তির কোন ধরনের এবং কি কি উপকার সাধিত হইয়া থাকে। যথা —

(১) মৃত ব্যক্তিকে আযানের দ্বারা তালকিন করা কবরে ফেরেশ্তাদের প্রশ্নের উত্তর সহজ হওয়ার জন্য যাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। (২) আযানের ধ্বনিতে শয়তান ভাগিয়া যায়। মেশকাত শরীফ বাবুল আযানে রহিয়াছে — যখন আযানের আওয়াজ শ্রুতিগোচর হয় তখন শয়তান এতদূর ভাগিয়া যায় যেথায় আযানের আওয়াজ শুনিতে না পায়। তদ্রূপ, শয়তান মৃত্যুর পথে যাত্রীকে ধোকা দিয়া থাকে যেন ঈমানহারা করিতে পারে। অনুরূপভাবে, শয়তান কবরেও ধোকাজাল বিস্তার করিয়া ইশারা করে যেন তাকে প্রভু স্বীকার করতঃ ঈমানহারা হইয়া মানুষ জিন্দেগীর শেষ পরীক্ষায় ফেইল হইয়া যায়।

اللهم احفظنا منه -

আয় আল্লাহ্তায়ালা! আমাদিগকে মরদুদ শয়তানের ধোকা হইতে রক্ষা করুন।

নাওয়াদেরুল উছুল নামক কিতাবে ইমাম মোহাম্মদ ইব্নে আলী তিরমিজি বলিয়াছেন যে,

ان الميت اذا سئل ربك يرى له الشيطن فبشر الى
نفسه انى انا ربك فلهذا ورد سوال التثبت له حين سئل -

অর্থাৎঃ যখন মৃতব্যক্তিকে কবরে প্রশ্ন করা হয় — তোমার 'রব্' কে? তখন শয়তান মালাউন নিজের দিকে ইশারা করিয়া বলে যে, আমি তোমার 'রব্'। এইজন্য হুজুর

আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম মৃত ব্যক্তি কবরে শান্তিতে থাকার জন্যে দোওয়া করিয়াছেন। এই সংকটময় মুহূর্তে আযানের বরকতে শয়তানকে অনায়াসে দূরীভূত করা গেল। শয়তান ভাগিয়া গেলে মৃতব্যক্তি কবরদেশে আল্লাহ্‌র শান্তির ছায়াতলে আশ্রয়লাভ করিল। (৩) আযানের দ্বারা দ্বীলের পেরেশানী দূর হয়, শান্তি আসে; এবং মরদুদ শয়তান পলায়ন করে।

আবু নাঈম ইবনে আছাকির (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন

نزل ادم بالهند واسنوحش فنزل جبريل فنادى بالاذن.

অর্থাৎঃ হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম হিন্দুস্থানে অবতীর্ণ হন। তিনি তখন অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন (অর্থাৎ, অত্যন্ত অস্থিরতা ও অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন। অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আগমনপূর্বক আযান দিলেন এবং হযরত (আঃ) পেরেশানী ও অস্বস্তি দূর হয় এবং তিনি শান্তি লাভ করেন।

'মাদারেজুন নবুওয়ত' ১ম খণ্ড ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে — মৃতব্যক্তিও ঐ সময় একান্ত আপনজন ও বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া এক বিশাল অন্ধকার ঘরে একাকী অবস্থান করে তখন অত্যন্ত হয়রান পেরেশান হইয়া ফেরেশতা প্রশ্নের উত্তর অক্ষম হইয়া পরীক্ষায় ফেইল করিতে পারে; তখন ঐ সংকটকালে আযানের ধ্বনি শুনিতে পাইলে দ্বীলের পেরেশানী দূর হইবে এবং শান্তিলাভ করতঃ প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিতে সক্ষম হইবে। (৪) আযানের ফলে দ্বীলের পেরেশানী বা অস্থিরতা দূর হয় এবং অন্তরে আনন্দ ও শান্তিলাভ হয়।

'মছনাদুল ফেরদাউছ' নামক কিতাবে হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহু হইতে বর্ণিত আছে হজরত আলী (রাঃ) বলেন, হুজুরে পাক আলাইহিচ্ছালাম আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন — 'তোমার এত চিন্তাযুক্ত হওয়ার কারণ কি? কোন একজনকে তোমার কানে আযান দিবার আদেশ কর; কেননা, আযানের ধ্বনি চিন্তাকে দূরীভূত করে।' বুজুর্গানে দ্বীন এমন কি ইবনে হাজার (রাঃ) নিজেও বলিয়াছেন —

جرته فوجدته كذالك كذا فى المراقات.

মেরকাত প্রথম খণ্ড বাবুল আযানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন — আমি ইহা পরীক্ষা করিয়াছি এবং উপকার পাইয়াছি। এক্ষণে, মৃত ব্যক্তির অন্তরে যে পেরেশানী ও অশান্তি বিরাজ করছিল, আজানের বরকতে তাহা দূরীভূত হইল। (৫) এই আযানের বরকতে জ্বলন্ত অগ্নি নিভিয়া যায়। আবু ইয়ালা হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন —

اطفئوا الحريف بالتكبير واذا رئيتم الحريق فكبروا
فانه يطفى النار.

অর্থঃ জ্বলন্ত অগ্নিকে তাকবিরের ধ্বনি দ্বারা নির্বাপিত কর। যখন তোমরা কোথাও অগ্নি লাগিতে দেখ তখন তাকবির বলিও; কেননা, ইহা অগ্নিকে নির্বাপিত করিয়া দেয়। এবং আযানে তাকবির তো আছেই।

আল্লাহু আকবর — আল্লাহ্‌র জিকিরের বরকতে যদি কবরে অগ্নি লাগিয়া থাকে আযানের ফলে, আশা করা যায় উহা নিভিয়া যাইবে।

(৬) আযান আল্লাহ্‌র জিকির — ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কাজেই আল্লাহ্‌র জিকির দ্বারা কবরের আজাব দূরীভূত হয়; এবং কবর প্রশস্ত হয়, সংকীর্ণতা হইতে মুক্তি পায়। ইমাম আহমদ, তিবরানী ও বায়হাকী হজরত জাবের (রাঃ) হইতে নকল করিয়াছেন —

سبح النبى صلى الله عليه وسلم ثم كبر و كبر الناس قالوا يارسول الله لم سبحت قال لقد تضائف على هذا الصلح قبرة حتى فرج الله تعلى عنه.

অর্থাৎঃ দাফনের পর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ছোবহানাল্লাহ্‌ ছোবহানাল্লাহ্‌ বলিয়াছেন — আবার আল্লাহ্‌ আকবর বলিয়াছেন। অন্যান্য লোকজন জিজ্ঞাসা করিলেন — ইয়া হাবীবাল্লাহ্‌! তছবিহ্‌ এবং তকবীর কেন পাঠ করিলেন? তখন হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক, উত্তরে বলিলেন — এই ছালেহ্‌ বান্দার কবর সংকীর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে আল্লাহ্‌পাক প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।

(৭) এই আযানে হুজুর নবী করিম আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের জিকির আছে —

عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة.

অর্থাৎ ঃ ছালেহীনগণের জিকিরে রহমত বর্ষিত হয়। অথচ হুজুরে পাক স্বয়ং রহমতে আলম। যাহা হউক, মৃত ব্যক্তির কবরে এ নিদানকালে রহমতের খুবই দরকার। রহমতের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার নহে। ফলকথা, আমাদের সামান্য প্রচেষ্টা — সামান্য জবান নড়াচড়া যদি মৃতব্যক্তির কবরে রহমত বর্ষণের কারণ হয়, অন্তরের পেরেশানী দূরীভূত হইয়া শান্তিলাভ করে; কবরের সওয়াল জওয়াব আসানীর সাথে সম্পন্ন হয়, বরং সাত সাতটি ফায়দা বা উপকার মৃতব্যক্তির নসীব হয়; তবে ইহাতে দোষের কি থাকিতে পারে — আমরা কেনইবা কৃপণতা করিব?

অতএব, আলোচনা-পর্যালোচনাক্রমে প্রমাণিত হইল যে, কবরের পার্শ্বে আযান দেওয়া বড়ই ছওয়াবের কাজ। হে ঈমানদার সুন্নী মুসলমান! মৃত ব্যক্তিকে দাফনকরতঃ কবর জিয়ারতের লোকজন যখন চলিয়া যায়, তখন কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আযানের দ্বারা তালকিন করিবেন। সমগ্র দুনিয়ার বাদশাহী পাইলে যতদূর খুশী হয় মৃত ব্যক্তি এর চাইতে বেশি খুশী হইবে। এই বিষয়ে আরও বহু বহু দলীল রহিয়াছে, কিতাবখানা আকারে বড় হইয়া যাইবে এ আশংকায় সংক্ষেপ করিলাম। ঈমানদার সুন্নী মুসলমানদিগের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট মনে করি। পক্ষান্তরে, বাতিল ফেরকা ওয়াহাবী খারেজি দল তাদের ঈমানহীনতার কারণে শত-সহস্র দলীলও অমান্য করিয়া থাকে। ইহারা দুশমন খোদা ও রাসুলের। ইহারা দুশমন সমস্ত আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের এবং সমস্ত মুমিন-মুসলমানের দুশমন ইহারা। এমনকি, জিন্দাদের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা মুর্দাদেরও দুশমন। এহেন কুপথগামী ওয়াহাবীরাই এ সুন্নাতকে বেদআত-হারাম ইত্যাদি প্রলাপোক্তি করত ইহাকে বিলুপ্ত করিতে তৎপরতা চালাইয়াছে। অতএব, সুন্নী মুসলমানদিগের করণীয় হইতেছে যে, বাতিলপন্থীদের

তৎপরতাকে পরওয়া না করিয়া কিংবা তাদের ভয়ে ভীত না হইয়া নবীজীর ইশ্‌ক্‌ ও মুহব্বত অন্তরে দৃঢ়তার সহিত স্থান দিয়া বিলুপ্তির পথে নবীজীর এ সুন্নত বলিষ্ঠভাবে চালু রাখিতে কবরের পার্শ্বে আযান দ্বারা মৃতব্যক্তিকে তালকিন করুন।

<u>দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়ঃ</u> শুক্রবার দিনের নামাজের আযান। শুক্রবার দিন রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামার জমানায় একটি আযান ও একটি একামত ছিল। হজরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদের বাহিরে দরজায় উচ্চ আওয়াজে আযান দিতেন। কিন্তু হজরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়াক্তিয়া নামাজের আযান জাওরা নামক বাজারে প্রবর্তন করেন। সেই হইতে শুক্রবার দিন পাঁচ ওয়াক্তের অন্যতম ওয়াক্তিয়া আযান হিসেবে চালু হইয়াছে। এই আযানটিও মসজিদের বাহিরে উচ্চস্থানে দেওয়া হইত। শুক্রবার দিনের নামাজের আযান মসজিদের বাহিরে দরজায় দেওয়া সুন্নাতে রাসুল ও সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীন। এই উভয় সুন্নাতের উপর আমল করা ওয়াজিব — ফরজের নিকটবর্তী। কিন্তু এজিদের সময় হইতে শুক্রবার দিনের আযান মসজিদের ভিতরে ইমামের সামনে ছোট আওয়াজে দিয়া এ ওয়াজিব দরজার সুন্নতকে দাফন করিয়াছে। পক্ষান্তরে, হাদিছ শরীফে আছে — একটি মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করিলে ১০০ (একশত) শহীদের ছওয়াব পাওয়া যায়। এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে চাহিলে আমার 'আদাবুল আযান–১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড পাঠ করুন। কিতাব অল্পসময়ে ব্যাপক প্রচারলাভ করিয়াছে। ইহাতে কোরআন হাদিছ তাফছির ও ফেকার কিতাবাদি দ্বারা বহু দলিল–প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এক্ষণে সংক্ষেপে বলিতেছি যে, দিবালোকের মত উজ্জ্বল প্রমাণ যে সহিহ্‌ হাদিস দ্বারা যে সুন্নাত প্রমাণিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনেরও সুন্নাত উহা; অথচ খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর আমল করিতে স্বয়ং রাসুলে পাক আদেশ করিয়াছেন; এমতাবস্থায়, বদবখ্‌ত এজিদ কর্তৃক প্রচলিত বেদআতের উপর আমল করিবার কী যুক্তি থাকিতে পারে? এজিদপন্থীদের একমাত্র দাবী 'এজমা' –র উপর। তাদের কথায় সর্বসাধারণ যে প্রথার উপর আমল করিতেছে উহা 'এজমা' । ইহার শত শত জওয়াব রহিয়াছে। সংক্ষেপে, ইহাই যথেষ্ট যে, কোরআন হাদীসে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট উল্লেখিত তাহার বিপরীত 'এজমা' –র দোহাই জেহালত বা মূর্খতা ব্যতীত কিছুই নহে। যদি তাহাই হয় তবে মূর্খপণ্ডিত এজিদপন্থীদের জন্যে আরও কিছু 'এজমা' প্রচলিত রহিয়াছে যার উপর তাদের আমল করা সাব্যস্ত হইয়া যায়। যেমনঃ তাদের পূর্বপুরুষ বা বাপ–দাদারা হিন্দুদের পূজা–পার্ব্বনে তামাশা দেখিতে যাওয়া–আসা করিত, বর্তমানেও বহু সাধারণ মুসলমান হিন্দুদের চড়ক পূজায় এবং গঙ্গাস্নানে অংশ নেয়, ভীড় করিয়া থাকে। পূর্বপুরুষ হইতে হিন্দুদের লক্ষমী পূর্ণিমায় প্রতিব ৎসর রাত্রিতে দলেবলে নারিকেল–সুপারী–হলুদ ইত্যাদি চুরি করে। খিজির আলাইহিচ্ছালামের নামে নদীতে প্রতি বৎসর গোশ্‌ত–ভাত ভাসাইতেছে। আজও মুসলমান বৎসরে একবার লাঙ্গলে–জোয়ালকে ভাত খাওয়ায়। উপরন্তু, পূর্বপুরুষ সকলেই ধুতি ও নেংটি পড়িত। পূর্বপুরুষ হইতে অনেক মুসলমান চুরি–ডাকাতি করিতেছে — লাওয়াতাত ও জিনা করিতেছে। পূর্বপুরুষ হইতে অনেক মুসলমান দাড়ি কাটে ও ছাটে মোঁচ লম্বা রাখে, টুপী পড়ে না, উলঙ্গ মাথায় ঘুরাফিরা করে। এমনকি, সুদ খায়, বায়োস্কোপ–থিয়েটার ও যাত্রা

ইত্যাদি হারাম নাচ-গানে অংশগ্রহণ করে। আবার অধিকাংশেরই চিরাচরিত অভ্যাস ধুমপান করা। তাহা হইলে এই সবই প্রচলিত প্রথা ও এজমার দোহাই দ্বারা আমল করা ওয়াজিব হইবে? নাউজুবিল্লাহ! যে সমস্ত এজমা সরাসরি আল্লাহ্ ও রাসুলের কোরআন-সুন্নাহর বিপরীত যেমন এজমা-কিয়াস হইবে উহা অগ্নিতে জ্বালাইয়া দেওয়া ফরজ — ঈমান রক্ষার জন্যে। তবে, হ্যাঁ, কোরআন-সুন্নাহর মর্মানুসারে যে সমস্ত এজমা-কিয়াস হইবে উহার উপর আমল করা যায়, বরং ইহাতে আপত্তির কিছুই থাকে না।

<u>তৃতীয় আলোচ্য বিষয় ঃ</u>

বিবাহ-শাদীতে ধর্মীয় গান-বাজনা সুন্নাতে কভি অর্থাৎ, অতি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ সুন্নাত। হাদিছ:

عن عائشة رضى الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح وجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفون.

অর্থঃ হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আন্হা হইতে বর্ণিত আছে যে রাসুলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়াছাল্লামা আদেশ করিয়াছেন — হে আমার উম্মত তোমরা বিবাহকে ঘোষণা কর এবং মসজিদে বিবাহ পড়াও; আর অনেকগুলি দফ্ বাজাইয়া উহা প্রচার কর।

এই হাদিছখানা তিরমিজি শরীফ ১ম খণ্ড-১৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। এই হাদিছটি হাছান এবং গরীব। قد ثبت الاحاديث الصحيحته ضرب الدف ليلة عرس نحوها الى اخير.

অর্থঃ বিবাহ-শাদীতে দফ বাজান ছহীহ হাদিছসমূহ দ্বারা নিশ্চিতরূপে জায়েজ প্রমাণিত হইতেছে।

হজরত রোবাই রাদিয়াল্লাহু আন্হা বর্ণনা করেন — আমি যখন আমার স্বামীর ঘরে নববধূরূপে প্রবেশ করিলাম তখন রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আসিয়া এমনভাবে বিছানায় বসিয়া গেলেন — যেমন তুমি বসিয়াছ। আমাদের পরিবারের যুবতীরা দফ বাজাইতেছিল এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে যাহারা বদরের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন তাহাদের বীরত্বের গান গাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন গাহিতে লাগিল — 'আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন যিনি গায়েবের কথা বলিতে পারেন।' তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আদেশ করিলেন — 'ইহা না বলিয়া পূর্বে যাহা গাহিতেছিলে তাহাই গাও।' বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড, ৭৭৩ পৃষ্ঠা এবং তিরমিজি শরীফ ১৩৭ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। এই হাদিছখানা সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ কিতাব লোমআত্ শরহে মিশকাত-এর মধ্যে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে — ان الاصل فى الاشياء الاباحة.

অর্থঃ প্রত্যেক বস্তুই মূলতঃ হালাল। অতএব, হারামের কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কখনো ইহার উপর হারামের হুকুম বর্তিতে পারে না।

عن عائشة رضى الله عنها قالت زفت امراة الرجل من الانصار فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما كان معكم لهو فان الانصار يحبهم اللهو رواه البخارى وفى المشكوة وفى كتاب اللمعات۔

অর্থঃ হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আন্হা হইতে বর্ণিত আছে যে, এক নববিবাহিতা রমণীকে তাহার স্বামী জনৈক আনছারের ঘরে নেওয়া হইলে হজরত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিলেন — তোমাদের সাথে কি গান–বাজনা নাই? কেননা আনছারগণ গানবাজনা ভালবাসিয়া থাকেন। (বোখারী ও মিশকাত)

হে প্রিয় সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে ছহি হাদিছ দ্বারা জানিতে পারিলেন তো নবীজী এবং আনছারগণ গানবাজনা ভালবাসিতেন। আজকাল যাহারা নামেমাত্র মোল্লা লম্বা–কোর্তা পরিধানকারী তাহারা গানবাজনার নাম শুনিতেই ভূতে পাওয়া রোগীর ন্যায় চম্‌কিয়া উঠে, তাহারা মুসলমানী কি জিনিস তাহাই বুঝে না। আল্লাহপাক হেদায়াত নসীব করুন। অতএব, ধর্মীয় গানবাজনা যাহা আধ্যাত্মিক ছেমা–কাওয়ালী বলিত–কথিত সে বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে চাহিলে আমার রচিত 'আদিল্লাতুছ্ ছেমা' নামক কিতাবখানা পাঠ করুন। ইহা বহু শর্‌য়ী দালায়েল মওজুদ রহিয়াছে। পুনরায় বলিতেছি — হাদিছ শরীফে উল্লিখিত আছে — বিবাহের হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য গানবাজনা রহিয়াছে।

হে সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ এবং আমার মুরিদ ও ভক্তবৃন্দ! যে বিবাহে বৈধ গানবাজনা হয়না উহাতে আপনারা যোগদান করিবেন না।

<u>চতুর্থ আলোচ্য বিষয় ঃ</u>

আল্লাহ্‌র হাবীব নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে যাহারা 'আমাদের মতই সাধারণ মানুষ' বলিয়া উক্তি করে কিংবা তাঁহার সুমহান শান ও আজমতকে অস্বীকার পূর্বক বিভিন্ন বই–পুস্তকে যাহারা শানে কটু উক্তি প্রচার করে; অথবা যাহারা লিখিয়াছে — 'নবী (দঃ) আমাদের মতই সাধারণ মানুষ, রক্তে–মাংসে গড়া, ভুল–ভ্রান্তিতে ভরা অথবা তিনি দিশাহারা নবী ছিলেন' তাহারা সকলেই নির্ভুল কাফের বরং সকল কাফেরের চাইতে নিকৃষ্ট।

انما انا بشر مثلكم۔

— এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্‌র হাবীবকে আমাদের মত সাধারণ মানুষ ধারণা করাই কুফুরী। পক্ষান্তরে, এই আয়াত দ্বারা হুজুর পোর–নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে 'আমোদের মত' ধারণা তো দূরের কথা 'মানুষ' বলিয়াই নীল আকাশের নীচেকেই প্রমাণ করিতে পারিবে না। অবশ্যই তিনি মানুষ ছিলেন বটে, ফেরেশতা নহে — তবে কোন মানুষের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করা চলে না। বেনজীর ও বেমিছাল খোদাতালার সৃষ্টি বেনজীর ও বেমিছাল মানুষ। সৃষ্টিজগতে তাহার সঙ্গে কাহারও তুলনা হইতেই পারে না। তিনি আল্লাহ্‌পাকের জাতিনূরের জ্যোতিঃ আল্লাহ্‌র শরীক নহেন; তিনি আল্লাহ্‌র হাবীব — নূরুন আলা নূর — তিনি নবীগণেরও নবী, রাসুলগণের রাসুল — হুজুর পোর নূর নূরে খোদা নূরে

মোজাচ্ছাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। তাঁহার পেশাব–পায়খানা মোবারক পাক–পবিত্র — ঈমান রাখিতে হইবে। এ বিষয়টি বিস্তারিত অবগত হইতে চাহিলে আমার রচিত 'নূরে খোদা ১ম ও ২য় খণ্ড' পাঠ করুন। ইহাতে বহু অকাট্য দলীলাদি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

পঞ্চম আলোচ্য বিষয় ঃ

মুসলমানের মৃত্যুর পর তিনটি অবস্থা ধারণ করে। যথাঃ (১) জানাজার নামাজের আগে, (২) জানাজার নামাজের পরে দাফুনের আগে এবং (৩) দাফুনের পরে কবরে। এই তিন অবস্থায় মৃতব্যক্তির জন্যে দোয়া করা ইছালে ছওয়াব করা জায়েজ এবং উত্তম। তবে, মৃত ব্যক্তির গোছলের পূর্বে যদি তাহার নিকট বসিয়া কোরআন শরীফ পাঠ করে তবে লাশ কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া লইতে হইবে। কেননা, গোছলের পূর্বে নাপাক অবস্থায় থাকে। যখন গোসল দেওয়া হইবে, তখন সর্বাবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত, কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ্ এবং দরুদ শরীফ পাঠ করা যাইবে। বিরোধীগণ নামাজের আগের এবং দাফুনের পরে দোয়া করা জায়েজ বলিয়া মানে, কিন্তু জানাজা নামাজের পর দাফুনের পূর্বে দোয়া করা নাজায়েজ, হারাম, বেদাত ও শির্ক বলিয়া প্রলাপ উক্তি করিয়া থাকে। এখানে, এই বিষয়টি সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছিঃ

জানাজার নামাজের ছালাম ফিরাইবার পর কাতার ভঙ্গ করিয়া দোয়া করিতে হয়, নতুবা হাদীছ শরীফের উপর আমল হয় না। যথাঃ মিশকাত শরীফে রহিয়াছে —

اذا صليتم على الميت فاخلصو له الدعاء ۔

অর্থঃ যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জন্যে নামাজ আদায় কর, তখন তাহার জন্যে খালেছ অন্তরে দোয়া কর। فا 'ফা' অক্ষরটির দ্বারা জানা যায় যে, নামাজের পর পরই দোয়া করিতে হইবে বিলম্ব করিবে না। যে ব্যক্তি ইহার অর্থ এরূপ করে যে, নামাজের ভিতর তাহার জন্য দোয়া কর সে ব্যক্তি فا 'ফা'–র অর্থ ভুল করিল। صليتم শর্ত, এবং فاخلصوا জাযা। শর্ত এবং জাযা বা ফলাফল–এর মধ্যে পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। আবার, صليتم মাজি এবং فاخلصوا আমর যার দ্বারা জানা যায় যে, দোয়া জানাজার নামাজের পরপরই করিতে হইবে। হাদিছের হাকিকী অর্থ ছাড়িয়া দিয়া বিনা কারণে মিজাজী অর্থ করা জায়েজ নহে। মিশকাত শরীফ ঐ জায়গায় আছে যে,

تر ء على الجنازة بفاتحة الكتاب ۔

অর্থঃ হুজুর পাক, আলাইহিচ্ছালাম জানাজার নামাজের পরই ছুরা ফাতেহা পাঠ করিয়াছেন। এবং ফাতেহাও একটি দোয়া। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে জানাজার নামাজের পর পরই দোয়া করিতে হয়। বিশেষতঃ সমস্ত নামাজের পরই দোয়া করা জায়েজ, বরং সুন্নত। হাদিস শরীফে আছে – اكثروا الدعاء

অর্থাৎ, তোমরা বেশি বেশি দোয়া কর। দোয়ার পর দোয়া করা বেশি বেশি দোয়ার মধ্যে গণ্য। জানাজার নামাজও দোয়া। কাজেই, জানাজার পর দোয়া, দোয়ার পর দোয়া — অধিক দোয়ার মধ্যেই গণ্য হইল।

اكثرو আক্‌ছিরু শব্দটি বহু বচন। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ১টি একবচন, ২টি দ্বিবচন এবং ৩ বা ৩–এর অধিক বহুবচন। এক্ষণে, জানাজার নামাজ–এ প্রথমবারের দোয়া হইল, দ্বিতীয়বার জানাজার নামাজের পর পরেই কাতার ভঙ্গ করিয়া দোয়া করা; তৃতীয়বার মৃত ব্যক্তিকে দাফুন করিবার পর জিয়ারতের দোয়া এবং ৪র্থ বার আযানের দ্বারা তালকিন করিতে হয়। অতঃপর উক্ত হাদিছের উপর পুরাপুরি আমল করা। অন্যথায়, এই হাদিছের উপর আমল করা হয় না। আর এই হাদিছের উপর আমল না করা গুরুতর অপরাধ।

তাহতাবী শরীফে আছে —

وان ابا حنيفة امات فختم سبعون الفاقبل الدفن

অর্থঃ ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহ্‌ আনহু যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাহার দাফুনের পূর্বে ৭০ হাজার কোরআন খতম করা হইয়াছিল।

কিতাবখানা আকারে বড় হইয়া যাওয়ার আশংকার আর সম্মুখে বেশি অগ্রসর না হইয়া সংক্ষেপ করিলাম।

<u>৬ষ্ঠ আলোচ্য বিষয়</u> ঃ

সুদ খাওয়া হারাম! সুদখোরের পেট বড় বড় ঘরের মত হইবে এবং শিশার মত চম্‌কিতে থাকিবে যাহাতে লোকজন তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিতে পারে। তাহাদের পেট সর্প এবং বিচ্ছুর দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে। আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদিগকে এ আপদ হইতে রক্ষা কর।

ছহীহ্‌ হাদিসে আছে – لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهدية فقال هم سواء

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। অভিসম্পাৎ করিয়াছেন সুদখোরের উপর, সুদদাতার উপর, এবং যে ব্যক্তি সুদের হিসাব লিখে এবং যাহার উপর সাক্ষী থাকে। তাহারা সকলেই সমান অপরাধী এবং সকলেই এক রশিতে বাঁধা রহিয়াছে।

২য় ছহীহ্‌ হাদিসে আছে — রাসুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম —

الربوا ثلاثة وسبعون حوبا اليسيرهن ان يقع الرجل علي امه .

অর্থঃ সুদ ৭৩টি গোনার সমান। তন্মধ্যে, সবচাইতে ছোট গোনাহ এই যে, নিজ মায়ের সহিত জিনা করা। লোকে মনে করে সুদে টাকা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এই ধারণা বাতিল। সুদের মধ্যে আল্লাহ্‌পাক বরকত রাখেন নাই। আল্লাহ্‌পাক বলিয়াছেন —

يمحق الله الربوا ويربى الصدقات

অর্থঃ আল্লাহ্‌ ধ্বংস করিয়াছেন সুদকে এবং বৃদ্ধি করিয়া দেন যাকাতকে। যাহা আল্লাহ ধ্বংস করেন তাকে কে বৃদ্ধি করিতে পারে? হাদিস শরীফে আছে —

من اكل درهم ربوا وهويعلم انه ربوا فكانما زنى بامه ستاوثلثين مرة .

অর্থঃ যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া এক দেরহাম পরিমাণ সুদ খাইয়াছে সে যেন ৩৬ (ছয়ত্রিশ) বার নিজ মায়ের সহিত জিনা করিল। এক দেরহাম অনুমান সাড়ে চার আনা হয়।

তাহা হইলে, সুদের প্রতি সাড়ে চার আনায় একবার করিয়া সুদখুর ব্যক্তি তার মায়ের সহিত জিনার সমান অপরাধে অপরাধী হইল। হে প্রিয় মুসলমান! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, সুদের কুপ্রথা মুসলমান সমাজ হইতে দূরীভূত করিতে সচেষ্ট হউন। জানিয়া রাখুন মরণ সত্য এবং আল্লাহ্‌র আজাব অত্যন্ত কঠিন। আরও জানিয়া রাখুন কোরআন-হাদীস পাঠ করিলেই মুসলমান হওয়া যায় না; কোরআন-হাদীসকে মনেপ্রাণে সত্য বলিয়া মানিলেই মুসলমান হয়।

হে বেরাদরান-ই-মিল্লাত! নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ মনযোগ সহকারে পাঠ করতঃ অন্তঃকরণে দৃঢ়তার সহিত স্থান দান করুনঃ

১। আযান ভুল হইলে নামাজ মকরূহ হইবে।

২। বালেগের নামাজ নাবালেগের পিছনে হইবে না।

৩। কাঠ দিয়া মসজিদের মিম্বার বানান সুন্নত।

৪। মসজিদে পীর-ওস্তাদ দ্বীনের আলেম ও বুজুর্গানে দ্বীনের কদমবুসী করা সুন্নত।

৫। কাবা শরীফ ব্যতীত কোন মসজিদকে তাজিম করিতে গিয়া তোওয়াফ করা নাজায়েজ।

৬। শুক্রবার দিন মসজিদে খুতবা পাঠকালে হাতে লাঠি রাখা উত্তম।

৭। মসজিদ যাহা বিরাণ হইয়া গিয়াছে তবুও ঐ জমিন বিক্রি করা হারাম।

৮। বিবাহের খুতবা দাঁড়াইয়া পাঠ করা উত্তম।

৯। কাল রংঙের কিশ্‌তী টুপী পড়া সুন্নত! ছিফাতুচ্ছাফওয়া নামক কিতাবে আছে — রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাল রংঙের কিশ্‌তী টুপী ছিল।

১০। ছাহাবায়ে কেরাম গোল টুপী পড়িতেন — ইহা সুন্নতে ছাহাবা ও সুন্নাতে ছুকুতী (শামায়েলে তিরমিজি)।

১১। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম গোলাকার উচ্চ টুপীও পড়িতেন।

১২। ইমামে আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু সারাজীবন কাল রঙের কিশ্‌তী টুপী পরিধান করিয়াছেন।

১৩। লাউহে মাহ্‌ফুজ অতীব সুরক্ষিত লিখিত বোর্ডের অনুরূপ যাহা আরশের নীচে অবস্থিত; যাহা দৈর্ঘ্য ৫০০ (পাঁচশত) বৎসরের রাস্তা। ইহাতে যাহা কিছু হইয়াছে এবং যাহা কিছু হইবে সমস্তই লিপিবদ্ধ আছে।

১৪। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জুতা মুবারক নিয়া আরশে গিয়াছেন — এই রেওয়ায়েত গলত্ বা ভুল।

১৫। উস্তুনে হান্নানা পরকালে বেহেশ্‌তের বৃক্ষ হইবে।

১৬। বিবি মৃত স্বামীকে দেখিতে পারে।

১৭। কবুতরবাজি, মোরগবাজি ইত্যাদি হারাম।

১৮। মৃত জানোয়ারের হাড্ডি পবিত্র।

১৯। শিশু সন্তানের পেশাব নাপাক।

২০। রাসুলে খোদা আলাইহিচ্ছালাম কাল রঙের পাগড়ী পরিতেন। ইহা সুন্নতে মুআল্লা অর্থাৎ অতি উচ্চ সম্মানীয় সুন্নত।

২১। রাসুলে খোদা আলাইহিচ্ছালাম কাল রঙের মোজা পরিতেন।

২২। রাসুলে আলাইহিচ্ছালাম যে কাজের আদেশ দিয়াছেন ইহা সুন্নাতে কভি অর্থাৎ অতি শক্তিশালী সুন্নাত। যথাঃ বিবাহের জন্য ঘোষণা করা; মসজিদের ভিতর বিবাহকার্য সমাধা করা; এবং বাড়িতে অনেকগুলি দফ বাজান ও ইসলামী গান করা, যাহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

২৩। রাসুলে খোদা আলাইহিচ্ছালাম কাল রঙের আরাই পড়িতেন — ইহা সুন্নাতে মুআল্লা।

২৪। খানায়ে কাবার গিলাফ্ কাল রঙের — পূর্ব হইতেই আছে এবং কিয়ামত পর্যন্তই থাকিবে।

২৫। হাজারে আছওয়াদ অর্থাৎ কাল পাথর রাসুলে খোদা আলাইহিচ্ছালাম চুম্বন করিয়াছেন — সেই হইতে সমস্ত হাজী কিয়ামত পর্যন্তই চুম্বন করিতেই থাকিবে।

২৬। কোরআন-হাদীস এবং সকল ধর্মীয় কিতাবাদি কাল রঙের কালি দ্বারাই লিখিত রহিয়াছে।

২৭। হাব্শী মানুষ কাল রঙের এবং হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল রঙের ছিলেন। ছাতার কাপড় কাল রঙেরই হইয়া থাকে যাহা মাথার উপরে থাকে। এখানে শুনুন, ইংরেজ জাতি ইহুদী, নাছারা মাজুছী খুবই সুন্দর মানুষ; তাহাদের পোশাকও সাদা রঙের — তাহারা কি অলিউল্লাহ্, না বেহেশ্তী? নাউজুবিল্লাহ! অতঃপর, যাহারা জিদ করিয়া বা হিংসার বশবর্তী হইয়া কাল রং, কাল টুপী তথা কাল পোশাক এবং কাল মানুষকে ঘৃণা করে, তাহারা নিঃসন্দেহে কাফের ও মুরতাদ এবং তাদের স্ত্রী তালাক; সন্তান হইলে হারামজাদা হইবে।

২৮। যাহারা কাল রঙের মেয়েকে বিবাহ করিতে চায় না, ঘৃণা করে, তাহারা আল্লাহ্পাকের পছন্দ, আল্লাহ্র তৈরি রংকে অপছন্দ ও ঘৃণা করিয়া কাফের হইবে — ইহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব, সকলেরই অবগতির জন্যে জানান যাইতেছে যে, যাহারা শয়তানের অনুসরণ করতঃ মনে যাহা চায় তাহাই বলে ইহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। বরং হে প্রিয় মুসলমান ভ্রাতৃগণ! আল্লাহ্ ও রাসুলের দেওয়া জীবন-ব্যবস্থা কোরআন-হাদীসের মতে আল্লাহ্-রাসুলের সন্তুষ্টির পথে জিন্দেগী যাপন করুন। যদি পরকালে বিশ্বাস থাকে এবং দোজখ হইতে চিরমুক্তি ও বেহেশতের চিরশান্তি লাভের আশা অন্তরে থাকে।

আল্লাহু হাদী। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামিন।

বিঃ দ্রঃ প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে ১০ ও ১১ তারিখ আমার বাড়িতে গাউছুল আজম বড়পীর দাস্তগীর (রাঃ)-এর স্মরণে বাৎসরিক 'ওরস মোবারক' অনুষ্ঠিত হয়। মুরীদান, ভক্তবৃন্দ ও আশেকান সুন্নী মুসলমানবৃন্দ সদলবলে যোগাযোগ করতঃ গাউছে পাক ছরকারে বোগদাদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেগাহে করম ও ফাইয়ুজাত লাভ করিবেন। তবে, ওরশ মোবারকের তারিখে অনিবার্য কারণে মেয়েলোক আসা নিষেধ। ইতি —

মাওলানা রেজভী
সুন্নী আল্কাদেরী
রেজভীয়া দরবার শরীফ সতরশ্রী
পোঃ রেজভীয়া এতিমখানা
জিলাঃ নেত্রকোণা।

হাদিয়া — ১০ টাকা